Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই মাঘ বুধবার, ১৩৭১ ইং 20th Jan. 1965 { ৩৪শ সংখ্যা

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

S. P. Seeve

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ভারতে তৈরী ● বিপুলতা আনবে।

ি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্বাস হার্ডওয়ার ষ্টোর

প্রোঃ—বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস

পোঃ—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ঘানি, চাকি ও ধানকলের যাবতীয় পার্টস, স্যানিটারী পায়খানার সরঞ্জাম এবং ইমারতের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সুলভে পাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

স্টুডেন্টস ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

দুর্গাপুর কংগ্রেস নগরে

কৃষি ব্যবস্থা তদারকীর জন্য স্থায়ী সংস্থা

—০—

কংগ্রেসনগর, ৯ই জানুয়ারী—অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ ঠিক ঠিক মত আগাইতেছে কি না পরীক্ষা করার জন্য সরকার একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করিবেন। আজ বিষয় নির্বাচনী সমিতির সর্বশেষ বৈঠকে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রতিনিধিদের সকল সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহারের পর সর্বসম্মতিক্রমে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি হবে। খাদ্যের অভাব হবে না। চাষে কাপাস আবাদ করতে পারলে তাতে কাপড়ের অভাব হবে না।

বলুক চাষা! বলুক মূর্খ!!

বলুক গরীব!!!

আমাদের পল্লী নিবাস দফরপুরের এক সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কৃষক তাঁর মূর্খতার গৌরব অনুমান ক'রে যে গান করতেন। ছেলেবেলায় তাঁর কাছে শিখে আজও মনে রেখেছি।

গান

পাপ না হ'লে পুণ্যের কি
মান্য হতো?
সবাই যদি রাজা হতো
রাজস্ব বা কে দিতো।
তোমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম,
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা, তারাই সব মূর্খ।
এই সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো।
পাপ না হ'লে পুণ্যের কি
মান্য হতো?

———

মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

দুর্গাপুরে উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক

গত ৮ই জানুয়ারী দুর্গাপুর কংগ্রেসনগরে এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যে মজুতদার, মুনাফাখোর ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ভারত-রক্ষা আইনসহ সমস্ত প্রকার কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ-ই মুখ্যমন্ত্রীদের ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন। অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রী উহাতে রাজী হন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা লইয়াছেন বৈঠকে তাহা সমর্থিত ও অভিনন্দিত হয়। সেই সঙ্গে ঠিক হয় যে, খাদ্য-শস্যের ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পর বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় শহরে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করা হইবে। তবে উহা কলিকাতা ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের রেশন ব্যবস্থার সাফল্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। প্রকাশ, শ্রীনন্দ নাকি বলেন এই সমাজবিরোধী লোকেরা দেশের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে চেষ্টা করিতেছে। গত বছর খাদ্যের ব্যাপারে তাহারা যেরূপভাবে সমাজবিরোধী কার্যে উৎসাহ দেখাইয়াছে তাহাতে ভারত সরকার কোনক্রমেই চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারে না। ঐরূপ অবস্থা যাহাতে পুনরায় সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সতর্ক থাকিতে বলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির প্যাণ্ডেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম উপস্থিত ছিলেন না। কারণ খাদ্যশস্যের ফাটকাবাজী বন্ধের ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নই বৈঠকে আলোচিত হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, তিনি কিছু বলিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, শ্রীনন্দই বৈঠক ডাকিয়াছিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়।

শ্রীনন্দ সাংবাদিকদের বলেন: "বৈঠকে খাদ্যের মজুতদার মুনাফাখোরদের ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়। এই সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না বলিয়াই সাধারণ ধারণা। তাই মুখ্যমন্ত্রীদের উহাদের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইন সহ সমস্ত প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।"

এক একর জমিতে ৮৪ মণ ধান

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর দুর্গাপুর সার কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সিন্দ্রিতে একখণ্ড জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে সারের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিয়া এক একর জমিতে ৮৪ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীকবীর বলেন, ভারতে বর্ত্তমান খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি একর জমিতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যদি ৫০ মণও করা যায়, তবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সব চেয়ে বেশী খুসী হইবেন। বর্ত্তমানে দেশে গড়ে প্রতি একর জমিতে ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

উপরোক্ত ব্যাঙ্কের একটি নূতন শাখা পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলা জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত ফরাক্কাতে ২০শে জানুয়ারী উদ্‌ঘাটিত হইবে। নূতন শাখাটিতে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার লেন দেন সুযোগসহ আংশিকভাবে সরকারী কার্য্যও সম্পাদন করিবে।

———

নেতাজী-পঞ্জী

খৃষ্টাব্দ আঠার শত সাতানব্বই-এর
তেইশে জানুয়ারীর দিবা দ্বিপ্রহরে
একটা বাজিয়া ঠিক তেইশ মিনিটে,
কটকে জানকীনাথ জনকের গৃহে
প্রসবিলা জাতকেরে মাতা প্রভাবতী।
ঊনবিংশ শত দুই খৃষ্টাব্দে কটকে,
প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয় ইস্কুলে সুভাষ
শুভক্ষণে বিদ্যারম্ভ করেন তাঁহার।
সপ্তবর্ষ পড়ি সেথা, র‍্যাভেন্সা কলেজে,
ইস্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন পরে।
উনিশ শো তের অব্দে ম্যাট্রিকুলেশনে
লভিলা দ্বিতীয় স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে,
উনিশ শো চৌদ্দে এই নবীন সাধক
পর্য্যটিলা শুদ্ধমনে—গয়া, বারাণসী,
প্রয়াগ, লছমনঝোলা, তীর্থ হৃষীকেশ
হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি
জ্ঞানদাতা উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে।
না পাইয়া মনোমত গুরুর দর্শন,
প্রেসিডেন্সী কলেজেই পাঠ কৈলা সুরু।
উনিশ শো পনরতে প্রথম বিভাগে
আই. এ. পাশ করি, বি. এ পাঠ আরম্ভিলা।
উনিশ শো ষোল অব্দে **ওটেন** নামক
গোরা প্রফেসার—চির বাঙালী নিন্দুকে
উত্তম মধ্যম দিয়া সম্বর্দ্ধনা করি,
বহিস্কার (রাষ্টিকেশন) পুরস্কার লাভ হলো তাঁর।
বহুক্লেশে অবশেষে স্কটিশ চার্চ্চেতে
বি. এ. পড়িবার পথ মুক্ত হলো তাঁর।
উনিশ শো উনিশেতে বি. এ. পাশ করি,
মনোবিজ্ঞানেতে এম. এ. পাঠ আরম্ভিলা।
সিভিল সার্ভিস পাশ করাবার তরে
উৎসুক জনক তাঁরে বিলাত পাঠা'তে।
এ হেন সুবুদ্ধিচন্দ্র (?) নিরীহ নন্দনে
লণ্ডন পাঠাতে হ'লে জামিন কে হবে!
সরকারের পরিচিত মান্য গণ্য লোক
জামিন না হ'লে যেতে দিবে না সরকার।
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, নাম-করা লোক—
অখ্যাত ব্যক্তির মাঝে উজ্জ্বল প্রতিভা—
দৃষ্টিমাত্র বুঝিবার শক্তি ছিল তাঁর।
দৃষ্টান্ত তাহার এক প্রত্যক্ষ রয়েছে—
যখন **রবীন্দ্রনাথ**—অখ্যাত লেখক,
তখন যোগেন্দ্র তাঁর কতিপয় গীতি
রবিচ্ছায়া নামে নিজে করেন প্রকাশ।
যে রবির রশ্মি পরে হইয়া প্রখর
ব্যাপ্ত হলো উজলিয়া সমস্ত জগতে।
শ্রীজানকীনাথ বসু সুভাষের পিতা
বাহির করিলা খুঁজে এই বন্ধুটিরে—
যেমতি গৃহস্থ খোঁজে ভগ্ন সূর্পখানি
গৃহস্থিত ভস্মরাশি নিক্ষেপের তরে।
বসুজার কথা শুনি মিত্রজা মশায়
বলিলেন—'গ্যারাণ্টার' হব আমি তার—
গুণমুগ্ধ আমি তার ওটেন-ঠোকনে!
তাড়াতাড়ি পাশপোর্ট করিয়া বাহির
হঠাৎ বিলাত যাত্রা করেন সুভাষ,
মনে মনে প্রণমিয়া পিতৃবন্ধুটিরে।
জাহাজ হইতে পত্র লিখিলেন পরে
নিবেদিয়া কৃতজ্ঞতা যোগেন্দ্র-চরণে।
মোটে আট মাস পড়ি **সিভিল সার্ভিসে**
লভিলা চতুর্থ স্থান; রচনা বিষয়ে—
ইংরাজীতে সকলের উচ্চে পেয়ে স্থান।
কেমব্রিজ হইতে বি. এ অনার্স লভিয়া
পরবর্ষে ডিগ্রী লার্ড করিল দর্শনে।
উনিশ শো একুশেতে ভারতে ফিরিয়া
সিভিল সার্ভিস পদ করিলেন ত্যাগ—
অরুচি হইলে লোক ঘৃণায় যেমতি
'থু থু' ক'রে ফেলে দেয় মুখ-নিষ্ঠীবন!
ইংলণ্ডের যুবরাজ আসিবে বাংলায়
জালিয়ানওলাবাগ হত্যা-প্রতিবাদে
পূর্ণ হরতাল প্রতিপালনের তরে
গুরুদেব দেশবন্ধু আচার্য্য হইলা,
সুভাষ হইল হোতা—এই অপরাধে—
ছ'মাসের তরে দোঁহে গেল কারাগারে—
গুরু সহ শিষ্য যেন যান তীর্থবাসে!
উনিশ শো বাইশের আগষ্ট মাসেতে
কারামুক্ত হ'য়ে দেখে প্লাবনে মরিছে
উত্তর বঙ্গের লোক! তাহাদের তরে—
মাগিতে লাগিল ভিক্ষা দুয়ারে দুয়ারে!
বাঙলার কথা আর **ফরোয়ার্ড** নামে
যুগল পত্রিকা ভার করিলা গ্রহণ।
পর বর্ষে যুবাদলে একত্র করিয়া
"বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘ" করিলা গঠন।
চব্বিশ অব্দেতে গুরু-দেশবন্ধু তাঁরে
করপোরেশনে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তা পদে
নিয়োগ করিলা—যোগ্যপদে যোগ্যজন।
চব্বিশের অক্টোবর চব্বিশে তারিখে
বিনা বিচারেতে হ'ল কারাগারে নীত।
আলিপুর, বহরমপুর জেল ঘুরি
সত্যেন্দ্র মিত্রের সহ এক এরোপ্লেনে
মান্দালয় কারাগারে হইলা প্রেরিত।
এইবারই ব্রহ্মদেশ-কারাগারে থাকি
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর
নির্ব্বাচিত হ'ল—যথা রঙ্গমঞ্চ পরে
অভিনেতা অভিনিল নেপথ্যে রহিয়া।
ছাব্বিশাব্দে ইন্‌সিন্ জেলে হ'ল নীত।
সাতাশাব্দে মে মাসের ষোলই তারিখে
ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু হ'ল কারামুক্তি তাঁর।
আটাশাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে
নির্ব্বাচিত হইলেন সম্পাদক পদে।
"সাইমন কমিশন" বর্জ্জনান্দোলনে
অগ্রপান্থরূপে যাত্রা করিলেন সুরু।
মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলনে
সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন অবাধে।
কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনেতে
সভাপতি মতিলাল-অভ্যর্থনা তরে
সুভাষ জি. ও সি. পদ করিলা গ্রহণ—
নিয়তি তাঁহারে যেন দিল পূর্ব্বাভাষ
—আজাদ হিন্দের ইনি সর্ব্বাধিনায়ক!
উনত্রিশ-অব্দে-বঙ্গে কংগ্রেসী মহলে
নরম পন্থীর কর্ত্তা সেনগুপ্ত সহ
সামঞ্জস্য রক্ষা করা হৈল অসম্ভব।
ত্রিশ-অব্দে আইনেরে অমান্য করিয়া
পুনঃ পুনঃ কারাগারে করিলা প্রবেশ।
সশ্রম দণ্ডেতে পুনঃ হইয়া দণ্ডিত
পুলিশের মারে হতচেতনা হইল।
জেলে থেকে নির্ব্বাচিত হইলা মেয়র।
একত্রিশের জানুয়ারী ছাব্বিশে তারিখে
বিরাট মিছিল পরিচালনার কালে
গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড হৈল লাভ।
তেত্রিশাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্যে মুক্তিলাভ করি,
ভিয়েনা করিলা যাত্রা স্বাস্থ্যলাভ তরে।

গান্ধী আরউইন চুক্তি কৈলা প্রতিবাদ
ভি. জে প্যাটেলের সহ একমত হ'য়ে।
করিলেন "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্" রচনা,
ভারতে নিষিদ্ধ যাহা করিল ইংরাজ
ছত্রিশে ডি ভ্যালেরায় করিলা সাক্ষাৎ।
এপ্রিলে ভারতবর্ষে করি আগমন
পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলা।
আটত্রিশের জানুয়ারী আটই তারিখে
হরিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদে
নির্ব্বাচিত হইলেন অবহেলে তিনি।
ইউরোপ হইতে দেশে আসিয়া ফিরিয়া,
আটত্রিশের জানুয়ারী চব্বিশে তারিখে
গঠিলেন "ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি"
রাষ্ট্রপতি হিসাবেতে ক্ষমতার জোরে।
উনচল্লিশের উনত্রিশে জানুয়ারী
গান্ধীজীর মনোনীত সীতারামিয়ারে
পরাজয় করি হইলেন নির্ব্বাচিত
কংগ্রেসের সভাপতি। মহাত্মাজী নিজে
স্বীয় পরাজয় বলি' করেন স্বীকার।
মার্চ্চের দশম দিনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে
আন্দোলনে পড়ে ডাক আপোষ বিরোধী
জলপাইগুড়ি রাজনৈতিক সভায়।
উনত্রিশে এপ্রিল কলিকাতা ধামে
নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায়
রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন সুভাষ
পদমর্য্যাদার লোভশূন্য মহাত্যাগী
'ফরওয়ার্ড ব্লক' এক করিয়া গঠন,
প্রকাশিলা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিক।
কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া
উদ্‌যাপিল ব্রত-দিন আপোষ বিরোধী।
উদ্ধত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের দল
শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সুভাষচন্দ্রেরে
শাস্তি দিল বর্ষত্রয় কাল বহিষ্কারে।
চল্লিশের বিশে মার্চ্চ রামগড়ে গিয়া
কংগ্রেসের সমকক্ষ আপোষ বিরোধী
মহাসম্মেলন এক কৈলা অনুষ্ঠান।
'হলওয়েল' মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহ তরে
দিন স্থির করিলেন তেসরা জুলাই
পূর্ব্বদিনে গ্রেপ্তার হ'য়ে যান জেলে
অনশন করি জেলে কৈলা মুক্তিলাভ,
হইয়া নজরবন্দী রহিলা স্বগৃহে।
একচল্লিশ জানুয়ারী চৌদ্দই নিশীথে
চৌদিক পাহারা-দলে অঙ্গুষ্ঠ দেখায়ে
বাহিরিলা পেশোয়ারী মৌলবীর বেশে।
আঠারই চড়ে ট্রেণে গোমো ইষ্টিশনে।
উপজাতি এলাকার মধ্য দিয়া ক্লেশে
ভারত সীমান্ত ক্রমে করে অতিক্রম।
সুভাষের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু
ছাব্বিশে তারিখ মনে করিল আন্দাজ—
হ'য়েছে পগার পার কাকা এতদিনে—
ঘোষণা করিল—কাকা গৃহশূন্য করি
কিজানি কিরূপে তিনি হৈলা অন্তর্ধান।
নাগাদ আটাশে মার্চ্চ বার্লিন পৌছিলা
আপ্যায়িত কৈল তাঁরে স্বয়ং হিটলার।
মার্চ্চ মাসে মাঝামাঝি বার্লিন বেতারে
ভারতীয়দের ডেকে করিলা বক্তৃতা—
বৃটিশের সহ করি সংগ্রাম আহ্বান।
জার্ম্মানীর হস্তে যত ভারতীয় সেনা
বন্দী হ'য়ে ছিল সেথা, তাহাদের মনে
দেশপ্রেম জাগাইয়া নূতন উদ্যমে
রচিয়া আজাদহিন্দ্ ফৌজে দিল স্থান,
ড্রেসডেনে রণশিক্ষা শিবির হইল।
ইটালীতে অনুরূপ গঠিলেন ফৌজ।
তেতাল্লিশে আধাআধি দক্ষিণ পূরব
এশিয়ায় আগমন করিয়া গঠিল
অপূর্ব্ব সমরশক্তি বিপুলবাহিনী।
তের শত পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিনি
বাঙলাকে চা'ল দিতে করিলা প্রস্তাব
প্রত্যাখান করে যাহা কুটিল ইংরাজ
আরাকান পাহাড়িয়া অঞ্চল হইতে
যাবতীয় ইংরাজেরে করে বিতাড়ন
জাপানাধিকৃত আন্দামান নিকোবর
আজাদহিন্দের করে করিল প্রদান
'শহীদ" "স্বরাজ" এই দুই নাম দিয়া
লইল শাসনভার আজাদ সরকার।
টিড্রিম অঞ্চলে এরা কৈল অভিযান
কোহিমায় অতঃপর করি পদার্পণ
ইম্ফল ও ডিমাপুর অবরোধ করে।
জাপানীর ঔদাসীন্যে রসদ অভাবে,
তদুপরি ইংরাজের পদলেহীদল—
বিরুদ্ধতা হেতু নেতা পুনঃ অন্তর্দ্ধান
তবুও অনেকে বুঝিয়াছে হাড়ে হাড়ে
কত শক্তি কত বুদ্ধি ধরে যে সুভাষ।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

বার্ষিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ খেলার মাঠে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীপ্রাণ-গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

'তপন' মোটর-বাস সম্বন্ধে অভিযোগ

সাগরদীঘি থানার দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীশিবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—গত ১৫ই জানুয়ারী '৬৫ শুক্রবার সকালে 'তপন' বাসখানি মোড়গ্রাম ষ্টেশন হইতে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসিবার সময় 'খড়খড়ি' নদীর সাঁকোর নিকটে বিগড়াইয়া যায়। যাত্রিগণ এক মাইল পথ হাঁটিয়া আসিতে বাধ্য হন। উপরোক্ত বিষয়ে আমরা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাস্তা অবরোধ

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজারের সম্মুখস্থ মিউনিসিপ্যাল রাস্তার দুই ধারে তরিতরকারী বিক্রেতাগণ তাদের পসরা লইয়া বেচাকেনা করায় বেলা ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ঐ রাস্তা দিয়া যানবাহন চলাচল করা মুস্কিল হয়। এ বিষয়ে আমরা মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

৬ স্বত্ব ডিঃ যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস দেং সাতকড়ি দাস দাবি ৪৭০ টাকা ২৪ পয়সা থানা স্তুতি মৌজে নজিরপুর ৪ ২৬ শতকের কাত ৩৫৩ তন্মধ্যে ৩-৮৩ শতক বিক্রয় বাদে ৭৫ শতকের কাত ॥৵০ আঃ ১০০, ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪-২৬ শতকের কাত ৩৫৩ আঃ ৯০০,

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

১০ মনি ডিঃ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দেং সনাতন মাল দাবি ২৯ টাকা ৭৪ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৫ শতকের কাত ৫০ পয়সা আঃ ১৫, খং ১৪০৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ৫ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত ভাঙ্গা অবস্থায় একটি চালা ঘর চৌকাট কপাট ইত্যাদি সহ

এখন ফসল কাটা হয়ে গেল সঞ্চয়ের কথা ভাবুন

পল্লী বাঙলার ঘরে ঘরে এখন নতুন শস্যের সমারোহ। শস্যের এই প্রাচুর্যই এনে দেবে আর্থিক স্বচ্ছলতা। আর্থিক সঙ্গতির দিনে বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই সঞ্চয়ের কথা ভাবেন, কারণ সবদিনই তো সমান ভালো যায় না। তাই নিজের ও নিজের পরিবারের সকলের কথা ভেবে আপনি যথাসম্ভব খরচ বাঁচিয়ে যতটা বেশী পারেন সঞ্চয় করুন। আর সেই সঞ্চয় সর্বাধিক নিরাপত্তার সঙ্গে লাভজনক ভাবে লগ্নী করার সহজ উপায় হ'ল জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা। এই সঞ্চিত টাকায় শুধু আপনার পারিবারিক মঙ্গলই হবে না, হবে সমগ্র দেশের মঙ্গল। আপনার অঞ্চলের পথঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, কৃষি উন্নয়ন প্রভৃতি দেশ-গঠনের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হবে এই টাকা।

জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় লগ্নী করুন

- ১২-বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৬¼%
- ১০-বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪½%
- ১৫-বছর মেয়াদী অ্যানুইটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪·২৫% (চক্রবৃদ্ধি হারে)
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট : সুদের হার ৩% (মাত্র ২৲ টাকায় অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী ডিপোজিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩% থেকে ৪·৩%

(এই সব লগ্নী করমুক্ত)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আপনার সঞ্চয় জাতির শক্তি

WB-30

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পো: রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ,

কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত পো: রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ